কালীগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের পিরোজপুর এলাকা থেকে অজ্ঞাত নামা পঞ্চাশোর্ধ ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে স্থানীয় কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে বারবাজার হাইওয়ে পুলিশ এসে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের মাথায় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রাতের কোন এক সময় গাড়ির ধাক্কায় সে নিহত হয়েছে। তবে মানসিক ভারসাম্যহীন হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কেয়ারটেকারের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মনির হোসেন মনি (৮০) নামে এক বৃদ্ধ কেয়ারটেকারের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার (২৯ জুন) দুপুরে উপজেলার বিজনগর গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মরদেহের হাত এবং পা পোড়ানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

নিহত বৃদ্ধের নাম মনির হোসেন মনি ওই এলাকার মৃত আকুব্বরের ছেলে এবং স্থানীয় আব্দুর রাজ্জাক মিঠুর বাড়ির কেয়ারটেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে এই বাড়ীর

কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করেন তিনি। একাই থাকতেন ওই ঘরে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বিজনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। তার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে কেয়ারটেকার হিসেবে দেখাশোনা করতেন বৃদ্ধ মনি। ওই বাড়ির বাইরের একটি ঘরে তিনি থাকতেন।

আজ শনিবার দুপুরে স্থানীয়রা মনিকে দেখতে না পেয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বিছানা মনিরের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

ওসি মোস্তফা হাবিবুল্লাহ আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। নিহতের হাত ও পা পোড়ানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কারা এবং কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেসব বিষয় জানার জন্য কাজ করছে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী ও শশুর পুলিশ হেফাজতে

মেহেরপুরের গাংনীতে টুম্পা খাতুন(১৮) নামের এক নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এঘটনায় ওই গৃহবধূর পিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বামী সাঈদ হোসেন (২৩) ও শশুর মিঠু হোসেনকে (৪৮) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

রবিবার (৭ এপ্রিল) সকাল ৯ টার দিকে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৭ এপ্রিল) দিবাগত মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ঢেপা স্কুলপাড়া এলাকায়। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)

মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, প্রায় ছয় মাস পূর্বে গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামের সাঈদ হোসেনের সাথে মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের পিন্টুর মেয়ে টুম্পা খাতুনের বিয়ে হয়। সাঈদ পেশায় রাজমিস্ত্রী। বিয়ের পর তারা দুজনেই সংসার করে আসছিলেন।

সাঈদ হোসেনের খালা পারভীনা খাতুন বলেন, তারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিলো। গতকাল ঈদের বাজার করেছে। সারাদিন রোজা পালনের পর সন্ধ্যায় পিকনিক করেছে। আর মধ্যরাতে শুনছি গলাই দঁড়ি দিয়েছে। ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি ছিলো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওসি মো: তাজুল ইসলাম জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত হবে। এছাড়া গৃহবধূর স্বামী ও শশুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

চুয়াডাঙ্গায় ইউএনও’র নিরাপত্তা কর্মী আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ইউএনও অফিস ও সদর উপজেলার আনসার ব্যারাকের শৌচাগার থেকে জামাল উদ্দিন(৫৫) নামে অচেতন অবস্থায় এক আনসার সদস্যকে উদ্ধার করে হয়। উদ্ধার পরবর্তীতে রাত সাতটার দিকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জামাল উদ্দিন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের ঠাকুরবাড়িয়া গ্রামের গঞ্জের আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা-তুজ-জোহরার নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন।

উদ্ধারকারী আনসার সদস্য সাইদুর রহমান বলেন, জামাল উদ্দিনসহ আমরা কয়েকজন সদস্য ডিউটিতে ছিলাম। এর মধ্যে যে কোনো এক সময় জামাল উদ্দিন আনসার ব্যাকারের শৌচাগারে যান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে আমরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকি। পরে আনসার ব্যারাকের শৌচাগার মধ্যে জামাল উদ্দিনকে পড়ে থাকতে দেখি। দ্রুত জামাল উদ্দিনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর জামাল উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্ট্রোক করেছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলি বলেন, সদর উপজেলার আনসার ব্যাকারের শৌচাগার থেকে এক আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্ট্রোক করেছেন। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।

নিখোঁজের চারদিন পর অটোচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বিজন (২৬) নামের এক ইজি বাইক চালকের নিখোজ হওয়ার চারদিন পর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিজন মোনাখালী গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।

গতকাল রবিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশে খবর দিলে মুজিবনগর থানা পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে লাশ উদ্ধার করে। তবে কি কারণে এ হত্যা তা পুলিশ এখনো জানাতে পারেনি।

গত বৃহস্পতিবার বিকালে বিজন তার ইজিবাইকে কয়েক ব্যক্তিকে

চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা নিয়ে যায়। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। একদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে মুজিবনগর থানায় অভিযোগ করতে গেলে বলা হয় চুয়াডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করার জন্য।ঘটনার পরদিন মুজিবনগর উপজেলার ভবানন্দপুর গ্রামের মাঠ থেকে ইজিবাইকটি উদ্ধার করা হলেও তখন বিজনের কোন সন্ধান মেলেনি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল বলেন, ‘পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর আমাদের তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান ছিলো। তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান আছে, যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে হবে। ‘

মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইফুল আলম বলেন,’ অভিযোগের পর অটোচালক বিজনের ফোন বন্ধ ছিল। তবে আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তদন্তে অনেকটা অগ্রসর হয়েছি। অপরাধীদের শীঘ্রই আইনের আওতায় আনা হবে।’

গাংনীতে নিখোজের এক মাস পর খোয়া ভাঙ্গা শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

নিখোজের একমাস পর প্রেমিকার বাড়ির পরিত্যাক্ত কুয়ার মধ্যে থেকে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগীয় গভীর কুয়া থেকে মরদেহ উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের বাগান পাড়ায়। নিহত লাল্টু গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের শাহিন উদ্দিনের ছেলে।

নিহত লাল্টুর ভাই পল্টু মিয়া বলেন, তার ভাই ইটের খোয়া ভাঙ্গার কাজ করতে এসে সাবিনার সাথে পরকিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। সাবিনা একদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার ভাইকে বিয়ে করার জন্য হুমকি দেয় তখন আমরা তাদের সর্ম্পকের বিষয়ে জানতে পারি। গত সেপ্টেম্বর মাসের

১২ তারিখে আমার ভাই লাল্টু বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। বিভিন্ন জায়গায় খোজ করে কোন সন্ধান না পেয়ে গাংনী থানায় একটি জিডি করি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের ইটের খোয়া ভাঙ্গা শ্রমিক লাল্টুর সাথে হাড়াভাঙ্গা বাগানপাড়ার সৌদি প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী সাবিনা খাতুনের পরকিয়া সর্ম্পক গড়ে ওঠে। একমাস আগে লাল্টু নিখোজ হলে তার স্বজনরা বিভিন্ন জায়গায় খুজে না পেয়ে গাংনী থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহভাজন হিসেবে মঙ্গলবার রাতে কথিত প্রেমিকা সাবিনাকে পুলিশ হেফাজতে নিলে সে লাল্টুর মরদেহ সর্ম্পকে তথ্য দেয়। তার দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি আজ প্রেমিকা সাবিনার বাড়ির পরিত্যাক্ত কুয়ার মধ্যে থেকে ফায়ার সার্ভিস কর্মিদের সহযোগীতায় লাল্টুর অর্ধগলিত মরদেহ ও তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়েছে। এই হত্যাকান্ডে সাথে আরো কেউ জড়িত আছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। অর্ধ গলিত মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরন করা হয়েছে।’

ঝিনাইদহে দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহে পৃথক পৃথক স্থান থেকে অমিতাভ সাহা ও গোকুল চন্দ্র নামে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ধোপাঘাটা ব্রীজের গোবিন্দপুর এলাকা থেকে অমিতাভ সাহা ও কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকা থেকে গোকুল চন্দ্র’র মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে ধোপাঘাটা পুরাতন ব্রীজের সামনে টার্মিনাল সড়কের এলাকার রাস্তার পাশে ঝোঁপের মধ্যে বস্তাবন্দি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে অমিতাভ সাহার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

অমিতাভ সাহার স্ত্রী তৃষা নন্দি জানান, তারা মাগুরার বিনোদপুর এলাকার বাসিন্দা। মাগুরা কোর্টের মধ্যে তার স্বামীর একটা দোকান ছিল। তার স্বামীকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে গত ৩১ আগস্ট বাসা থেকে ডেকে নিয়ে আসে হাটগোপাল পুরের সাবেক চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই রাজু হোসেন নামের এক ব্যক্তি। রাত হয়ে গেলেও সে বাসায় ফেরে না। এরপর থেকে সে নিখোঁজ ছিলো। রোববার সকালে শুনেন তার স্বামীর মরদেহ ঝিনাইদহের ধোপাঘাটা এলাকায় পাওয়া গেছে। তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি স্বামী হত্যার বিচার চান। ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবিদুর রহমান এবং সদর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, মুখে পলিথিন মোড়ানো ও বস্তাবন্দি ছিলো মরদেহটি। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা অমিতাভ সাহা নামের ওই যুবককে অন্য কোথাও হত্যা করে ঘটনাস্থলে লাশ ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকার একটি তেলপাম্পের পাশের মাঠের মধ্যে বৈদ্যুতিক পিলারের সাথে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় গোকুল চন্দ্র নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। গোকুল চন্দ্র ময়মনসিংহের ত্রিশাল এলাকার জীবন চন্দ্র কর্মকারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে তেলপাম্পের পাশের মাঠের মধ্যে বৈদ্যুতিক পিলারের সাথে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মাহাবুবুর রহমান জানান, ওই যুবক মানসিক প্রতিবন্ধী। পরিবারের সাথেও কোন যোগাযোগ ছিলো না। বিভিন্ন আশ্রমে থাকতো। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সে আত্মহত্যা করেছে। হত্যার কোন আলামত পাওয়া যায়নি। শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। তারপরও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে প্রেমিকার আত্মহত্যার খবরে প্রেমিকেরও বিষপান

প্রেমিকা রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে প্রেমিক রিংকুও বিষপান করে হাজির হলেন মৃত প্রেমিকার বাড়িতে। প্রেমিক রিংকুকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার (৩ জুলাই) সকাল ৯ টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ায়।
রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ার রবিউল ইসলামের মেয়ে। রিংকু একই উপজেলার দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে। সে একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদুল আযহার আগের দিন রুবিনা খাতুনের বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের সৈকত আলীর ছেলে সবুজের সাথে।
ঈদের পর দিন স্বামী সহ রুবিনা খাতুন মায়ের বাড়িতে অষ্টমঙ্গলে আসে। বিয়ের ৫ দিনের মাথায় আজ সোমবার সকালে রুবিনা নিজ কক্ষের আড়ের সঙ্গে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে রিংকুও বিষপান করে রুবিনার বাড়িতে এসে হাজির হন।
জানা গেছে, রুবিনা তার নানা বাড়ি দেবিপুর গ্রামে থেকে লেখাপড়া করতো। রিংকুর কাছে প্রাইভেট পড়ার সূত্র ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি জানা জানি হলে রুবিনার পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে জোর করে বিয়ে দেন। বিয়ে মেনে না নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে রুবিনার মা সুমাইয়া খাতুন বলেন, আমার মেয়ে হঠাৎ করেই আত্মহত্যা করেছে। রিংকুর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিনা আমরা আমরা কিছুই জানিনা।

খবর পেয়ে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার

সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাংনীর পল্লী জালশুকা গ্রামে আলতাব হোসেন (৫২) নামের এক ঝুলন্ত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আলতাব হোসেন জালশুকা গ্রামের বালিয়াপাড়া এলাকার হোসেন আলীর ছেলে।

সোমবার দিবাগত রাতে তার নিজ ঘরের আড়ার সাথে তার মরদেহ ঝুলতে দেখেন তার স্ত্রী। পরে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দিলে রাত ১০ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তার স্ত্রী চুয়াডাঙ্গার এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে তার মরদেহ ঝুলতে দেখেন। তবে, কি কারনে সে আত্মহত্যা করেছে কিছুই বলতে পারেনি তার পরিবার। আলতাব হোসেন পেশায় একজন কৃষক।
মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে এজাজ হোটেল থেকে অর্ধগলিত গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার অনুমোদনহীন একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান (৫৫) নামের একজনের গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আব্দুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তি শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। সে পেশায় একজন বিদ্যুৎচালিত ইজিবাইক চালক।

আজ রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় শহরের আবাসিক হোটেল “এজাজ প্লাজা’র চতুর্থ তলার ৪০২ নং কক্ষ থেকে তার গলা কাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দূর্বৃত্তরা তাকে হাত পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা করেছে।
নিহত আব্দুর রহমানের ভাগ্নে আনোয়ার হোসেন তার লাশ সনাক্ত করেন।

নিহতের স্ত্রী রেহানা খাতুন বলেন, গত শুক্রবার রাতে ভাত খেতে বসেছিল। এসময় তাকে কে বা কারা ফোনে ডাক দেই। সে ভাত রেখে তাদের সাথে চলে আসে। তারপর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। আমরা তাকে খুজতে বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করি। আজকে বিভিন্ন মারফতে আমরা জানতে পারি হোটেল এজাজে একটি লাশ আছে। আমরা এসেই মরদেহ দেখেছি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) গোলাম মোর্তুজা মতু পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, আমাদের এলাকার একজন ভাল মানুষ হিসেবে আব্দুর রহমান পরিচিত। তার বিরুদ্ধে কেউ কখনো কোনো অভিযোগ দেখাতে পারবেনা। শুক্রবার পার্শ্ববর্তি উজুলপুর গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে নাহিদ হোসেন চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য মোবাইল ফোনে ডেকে নেন আব্দুর রহমানকে। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন আব্দুর রহমান।

গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, হোটেল এজাজের ৪০২ নং কক্ষ থেকে অর্ধগলিত গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কেনো কি কারনে এই হত্যাকান্ড এখনি বলা সম্ভব নয়। তবে হোটেল এজাজ প্লাজার মালিক ঝন্টু মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাথমিকভাবে থানায় নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, হোটেল এজাজ প্লাজা আবাসিক হোটেল চালানোর জন্য বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই। এখানে একজন ম্যানেজারও নেই। পাঁচ তলা ভবনের এই অবৈধ হোটেলটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে সিসি ক্যামেরাও নেই। হোটেল মালিক অবৈধভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ এই হোটেলটি চালিয়ে আসলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো নজরদারি রাখা হয়নি।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হোটেল বাজার এলাকায় একটি অটো চালকের গ্রুপ তৈরী হয়েছে। তারা অটো চালানোর আড়ালে

হেরোইন বিক্রি করে আসছে। শুধু হোটেল বাজার এলাকায় নয়, ডিসি কোর্টের সামনে তাদের অবস্থান। মুজিবনগর রাস্তায় অটো চালিয়ে থাকেন। দুই তিন দিন তাদের দেখা যাচ্ছে না বলে জানান তিনি।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সিআইডি পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেন।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।